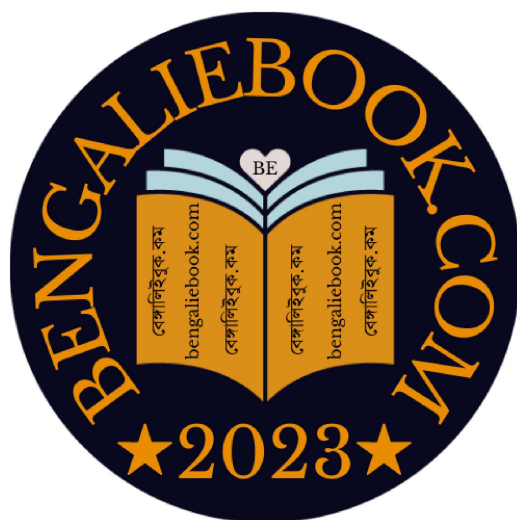


আরেক ফণ্ডুন

অরিন্দম বসু



সূচিপত্র

১. রাত দুপুরে সবাই যখন ঘুমে অচেতন	2
২. ক্লাশে মন বসছিলো না সালমার	16
৩. কলতাবাজারে ওদের ছোট বাসা	37
৪. শাহেদ চলে যাবার পর	60
৫. পরদিন বিদ্যালয়ের গেটে	82
৬. সদরঘাটের মোড়ে	104
৭. সারারাত এক লহমার জন্যে ঘুমোল না ওরা	128
৮. ভোরে আসার কথা ছিলো	148
৯. আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো	175

১. রাত দুপুরে সবাই যখন ঘুমে অচেতন

রাত দুপুরে সবাই যখন ঘুমে অচেতন তখন বৃটিশ মেরিনের সেপাহীরা এসে ছাউনি ফেলেছিলো এখানে। শহরের এ অংশটার তখন বসতি ছিলো না। ছিলো, সার সার উর্ধ্বমুখী গাছের ঘন অরণ্য। দিনের বেলা কাঠুরের দল এসে কাঠ কাটতো আর রাতে হিংস্র পশুরা চড়ে বেড়াতো। শহরে তখন গভীর উত্তেজনা। লালবাগে সেপাহীরা যে কোন মুহুর্তে বিদ্রোহ করবে। যে কটি ইংরেজ পরিবার ছিলো, তারা সভয়ে আশ্রয় নিলো বুড়িগঙ্গার ওপর গ্রিনবোট।

খবর পেয়ে যথাসময়ে বৃটিশ মেরিনের সৈন্যরা এসে পৌঁছেছিলো আর শহরের এ অংশটা দখল করে তাঁবু ফেলেছিলো এখানে। সে থেকে এর নাম হয়েছিলো, আগুর গোরা ময়দান।

লোকে বলতো, আগুর গোরার ময়দান। শেষতে লালবাগের নিরস্ত্র সেপাহীদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করেছিলো তারা। মানুষের রক্তে লালবাগের মাটি লাল হয়ে ওঠে। কিছু সেপাহী মার্চ করে পালিয়ে যায় ময়মনসিংহের দিকে। যারা ধরা পড়ে তাদের ফাঁসি দেয়া হয় আগুর গোরার ময়দানে। মৃতদেহগুলোকে ঝুলিয়ে রাখা হয় গাছের ডালে ডালে।

লোকে দেখুক। দেশদ্রোহীতার শাস্তি কত নির্মম হতে পারে, স্বচক্ষে দেখুক নেটিভরা।

এসব ঘটেছিলো একশো বছর আগে। আঠারশো সাতান্ন সালে।

আগা গোরার ময়দান এখনো আছে। শুধু নয় পালটেছে তার। লোকে বলে, ভিকটোরিয়া পার্ক।

সে অরণ্য আজ নেই। মাঝে একটা প্রচণ্ড ঝড় হয়েছিলো। সে ঝড়ে কি আশ্চর্য, গাছের-ডালগুলো ফেটে চৌচির হয়ে গেলো, আর গুঁড়িশুদ্ধ গাছগুলো লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। লোকে বলতো, গাছেরো প্রাণ আছে। পাপ সইবে কেন?

তারপর থেকে আবাদ শুরু হয়ে এখানে।

ঘর উঠলো। বাড়ি উঠলো। রাস্তা ঘাট তৈরি হলো। আর মহারানীর নামে গড়া হলো একটা পার্ক।

আগে জনসভা হতো এখানে এখন হয় না। শুধু বিকেলে ছেলে বুড়োরা এসে ভিড় জমায়। ছেলেরা দৌড়ঝাঁপ দেয়। বুড়োরা শুয়ে-বসে বিশ্রাম নেয়, চিনে বাদামের খোসা ছড়ায়।

এ হলো গ্রীষ্মে অথবা বসন্তে। শীতের মরশুমে লোক খুব কম আসে, সন্ধ্যার পরে কেউ থাকে না।

এবারে শীত পড়েছিলো একটু বিদঘুটে ধরনের । দি

নে ভয়ানক গরম । রাতে কনকনে শীত ।

সকালে কুয়াশায় ঢাকা পড়েছিলো পুরো আকাশটা । আকাশের অনেক নিচু দিয়ে মন্তর গতিতে ভেসে চলেছিলো এক টুকরা মেঘ । উত্তর থেকে দক্ষিণে । রঙ তার অনেকটা জমাট কুয়াশার মত দেখতে ।

ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে ঠিক সেই মেঘের মত একটি ছেলেকে হেঁটে যেতে দেখা গেলো নবাবপুরের দিকে । দক্ষিণ থেকে উত্তরে । পরনে তার একটা সদ্য ধোঁয়ান সাদা শার্ট । সাদা প্যান্ট ।

পা জোড়া খালি । জুতো নেই । রাস্তার দুপাশে দোকানীরা পসরা নিয়ে বসেছে । টাউন সার্ভিসের বাসগুলো চলতে শুরু করেছে সবে । ভিড় বাড়ছে । কর্মচঞ্চল লোকেরা গন্তব্যের দিকে ছুটছে রাস্তার দুধার ঘেঁষে । কিন্তু ওদের সঙ্গে এ ছেলেটির একটা আশ্চর্য অসামঞ্জস্য প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে । সব আছে তার । ধবধবে জামা । প্যান্ট । পকেটে কলম । কজিতে বাঁধা ঘড়ি । হাতে একটা খাতা । মুখের দিকে তাকালে, ভদ্রলোকের সন্তান বলে মনে হয় । কিন্তু, পায়ে জুতো নেই কেন ওরা জুতো অবশ্য এ দেশের অনেকেই পরে না । পরে না, পরবার সমর্থ নেই বলে আর সামর্থ্য যে নেই ওদের জীর্ণ মলিন পোষাকের দিকে তাকালে বোঝা যায় । এ ছেলেটির পোষাকে কোন দৈন্য নেই ।

বরং অভিজাত্যের চমক আছে। তবে, এ পোষাক পরে খালি পায়ে হেঁটে যাচ্ছে কেন সে?

এ দৃশ্য যাদের চোখে পড়লো, তারা একটু অবাক হয়ে তাকালো ওর দিকে। তাদের চোখে হঠাৎ জাগা বিস্ময়। মনে ক্ষণিক প্রশ্ন। ছেলেটির মাথায় কোন ছিট নেই তো? পাগল নয় তো ছেলেটা?

কেউ কেউ তাকে নিয়ে ইতস্তত মন্তব্য করলো। আরে না না, পাগল না। ছেলেটার বোধ হয় কেউ মারা গেছে। তাই শোক করছে খালি পায়ে হেঁটে।

কেউ বললো, কে জানে এটা একটা ফ্যাশনও হতে পারে। আজকাল কত রকমের ফ্যাশন যে দেখি।

কেউ বললো, মহররমের তো এখনো অনেক দেরি, তাই না?

ছেলেটা তখনো হেঁটে চলেছে আপন মনে। মাঝে মাঝে সন্ধানী দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাচ্ছে সে। কি যেন তালাশ করছে। কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে তার চঞ্চল দুটো চোখ। আর যখন কোন লোকের দিকে তাকাচ্ছে সে, তখন তার মুখের দিকে না তাকিয়ে তার পায়ের দিকে দেখছে আগে।